দ্য কোড ফর ক্রাউন প্রসিকিউটর্স

(The Code for Crown Prosecutors)

ভূমিকা

1.1 ডিরেক্টর অফ পাবলিক প্রসিকিউশন (ডিপিপি) (Director of Public Prosecutions -DPP) 1985 সালের প্রসিকিউশন অফ অফেন্সেস (Prosecution of Offences) -এর অনুচ্ছেদ 10 অনুযায়ী কোড ফর ক্রাউন প্রসিকিউটর্স (দি কোড) (Code for Crown Prosecutors - the Code) জারি করেন। এটি কোডের সপ্তম সংস্করণ এবং এটি পূর্বেকার সকল সংস্করণকে প্রতিস্থাপিত করে।

1.2 ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস (সিপিএস) (Crown Prosecution Service) যা ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের গণ বিচার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত প্রধান পরিষেবা দিয়ে থাকে, তার প্রধান হলেন ডিপিপি। ডিপিপি একজন অ্যাটর্নি জেনারেল -এর তত্বাবধানে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়, যিনি সিপিএস-এর কার্যাবলীর জন্য সংসদের নিকট দায়বদ্ধ।

1.3 এই কোড প্রসিকিউটরদের কোন শাস্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মূলনীতি প্রয়োগের ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করে। এই কোড প্রাথমিকভাবে: সিপিএস -এর প্রসিকিউটরদের জন্য জারি করা হয়, কিন্তু অন্যান্য প্রসিকিউটরগণ প্রথাগতভাবে কোডটি মেনে চলেন অথবা আইনানুযায়ী এটা তাঁদের মানার প্রয়োজন হয়।

1.4 এই কোড মোতাবেক “সন্দেহভাজন ব্যক্তি” শব্দটি দ্বারা এমন একজনকে বোঝায় যার বিরুদ্ধে এখনও কোন আনুষ্ঠানিক ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়নি; “বিবাদী” শব্দটি দ্বারা এমন

একজনকে বোঝায় যাকে কোন অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে বা যার নামে সমন জারি করা হয়েছে; “অপরাধী” শব্দটি দ্বারা এমন একজনকে বোঝায় যিনি নিজের অপরাধ একজন পুলিশ কর্মকর্তা অথবা অন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা বা প্রসিকিউটর-এর নিকট স্বীকার করেছেন, অথবা যিনি আদালতে আইনানুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

সাধারণ মূলনীতিসমূহ

2.1 বিচার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অথবা আদালতের বাইরে নিষ্পত্তির সুপারিশ একটি গুরুতর পদক্ষেপ যা সন্দেহভাজন ব্যক্তি, উপদ্রুত ব্যক্তি , সাক্ষীগণ এবং সাধারণ জনগণের উপর বড় রকমের প্রভাব ফেলে এবং সেটা অবশ্যই সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে।

2.2 মামলার প্রসিকিউটরদের এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, সঠিক ব্যক্তি সঠিক অপরাধে সাজা পাবে এবং অপরাধীদের যখন সম্ভব তখনই বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। মামলার সিদ্ধান্ত ন্যায্য, পক্ষপাতহীন এবং সততার সাথে নিতে হবে যাতে উপদ্রুত ব্যক্তিগণ, সাক্ষীগণ, বিবাদীগণ এবং জনগণ –এর জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়। প্রসিকিউটরদের এটা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে; সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি আদালতে পেশ করা হয়েছে; এবং জনসমক্ষে প্রকাশের আইনগত বাধ্য বাধকতা মানা হয়েছে।

2.3 যদিও প্রত্যেকটি মামলা অবশ্যই তার নিজস্ব ঘটনা এবং দোষগুণ দ্বারা বিচার করা হবে, কিছু সাধারণ মূলনীতি প্রত্যেক মামলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

2.4 প্রসিকিউটরগণ অবশ্যই নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ হবেন। তারা অবশ্যই সন্দেহভাজন, উপদ্রুত ব্যক্তি অথবা কোন সাক্ষীর নৃতাত্বিক বা জাতিগত মূল, লিঙ্গ, বিকলাঙ্গতা, বয়স, ধর্ম বা বিশ্বাস, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, লিঙ্গগত পরিস্থিতি অথবা লিঙ্গগত পরিচয় সংক্রান্ত নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা তাদের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হতে দেবেন না। প্রসিকিউটরগণ কোন ভাবেই কোন উৎস হতে অনৈতিক অথবা অবৈধ চাপে প্রভাবিত হবেন না। প্রসিকিউটরগণ অবশ্যই সর্বদা ন্যায় বিচারের লক্ষ্যে কাজ করবেন এবং শুধুমাত্র কাউকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য নয়।

2.5 বর্তমান, প্রাসঙ্গিক সমতা আইনের উদ্দেশ্যের জন্য সিপিএস (CPS) হলো একটি গণ-কর্তৃপক্ষ। প্রসিকিউটরগণ এই আইনে বর্ণিত দায়িত্ব পালনে বাধ্য।

2.6 প্রসিকিউটরদেরকে মামলার প্রতিটি পর্যায়ে অবশ্যই হিউম্যান রাইটস অ্যাক্ট, 1998 (Human Rights Act 1998) অনুসারে ইউরোপিয়ান কনভেনশন অন হিউম্যান রাইটস (European Convention on Human Rights) –এর মূলনীতি প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া প্রসিকিউটরদের অ্যাটর্নি জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত যে কোন নির্দেশনা; বর্তমানে প্রচলিত ক্রিমিনাল প্রসিডিওর রুলস (Criminal Procedure Rules) অবশ্যই মেনে চলতে হবে; এবং আন্তর্জাতিক রীতিনীতির মাধ্যমে উদ্ভূত আইনগত বাধ্য বাধকতা বিবেচনা করতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই ডিপিপি –এর পক্ষে সিপিএস কর্তৃক জারিকৃত কর্মপন্থা এবং নির্দেশনা মেনে চলতে হবে যা সিপিএস ওয়েবসাইটে জনগণের দেখার জন্য উন্মুক্ত।

অভিযুক্ত করা হবে কিনা সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত

3.1 আরও গুরুতর এবং জটিল মামলার ক্ষেত্রে, প্রসিকিউটরগণ স্থির করেন কাউকে অপরাধমূলক কার্যকলাপের কারণে অভিযুক্ত করা হবে কি না এবং যদি করা হয় তবে তা কোন অপরাধের জন্য হওয়া উচিত। তারা এই কোড এবং অভিযুক্ত করার ক্ষেত্রে ডিপিপি-এর নির্দেশনা মোতাবেক সিদ্ধান্ত নেন। এই সব মামলায় দায়ী কোন লোকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হবে কি না সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তের জন্য পুলিশও একই মূলনীতি ব্যবহার করে।

3.2 পুলিশ এবং অন্যান্য তদন্তকারীগণ কথিত কোন অপরাধের সপক্ষে তথ্যানুসন্ধানের জন্য এবং তাদের উপকরণসমূহ কী ভাবে প্রয়োগ করা হবে তা নির্ধারণের জন্য দায়বদ্ধ। এর মধ্যে কোন তদন্ত শুরু করা বা চালিয়ে যাওয়া এবং তদন্তের ব্যাপ্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রসিকিউটরগণ প্রায়শই পুলিশ এবং অন্যান্য তদন্তকারীদেরকে সম্ভাব্য তথ্যানুসন্ধানের পথ এবং দরকারি প্রমাণাদির ব্যাপারে পরামর্শ দেন এবং অভিযোগ গঠন পূর্ববর্তী বিষয়ে সহায়তা করেন। বৃহৎ পরিসরের তদন্তে, প্রসিকিউটর-এর কাছে সামগ্রিক তদন্ত পরিচালনার কৌশল সংক্রান্ত ব্যাপারে উপদেশ চাওয়া হতে পারে, যার মধ্যে অপরাধমূলক কাজ পরিমার্জন ও সীমিত করা এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তির সংখ্যা তদন্তাধীন করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটা পুলিশ ও অন্যান্য তদন্তকারীদের তদন্তকার্য একটি গ্রহণযোগ্য সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা এবং সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ফৌজদারি মামলা দায়ের করার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যই। তৎসত্ত্বেও, প্রসিকিউটরগণ পুলিশ বা অন্য তদন্তকারীদের নির্দেশনা দিতে পারেন না।

3.3 প্রসিকিউটরদের উচিত সাক্ষ্য প্রমাণ সংক্রান্ত দুর্বলতা খুঁজে বের করা এবং, যেখানে সম্ভব সেখানে তা শুদ্ধ করা, কিন্তু সূচন পরীক্ষা সাপেক্ষে (Threshold Test) (অনুচ্ছেদ 5 দেখুন), তাদের উচিত যেসব মামলা সম্পূর্ণ কোড টেস্ট (Full Code Test) (অনুচ্ছেদ 4 দেখুন)-এর প্রামাণিক ধাপ পূর্ণ করে না এবং যেটিকে আরো তদন্তের মাধ্যমে শক্তিশালী করা যাবেনা ও যেখানে জনগণের স্বার্থে বিচার প্রক্রিয়ার দরকার নেই (অনুচ্ছেদ 4 দেখুন) সেগুলোকে দ্রুত থামিয়ে দেওয়া। যদিও

প্রসিকিউটরগণ প্রধানত পুলিশ এবং অন্যান্য তদন্তকারীর সরবরাহকৃত প্রমাণাদি বিবেচনা করেন, সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা তার পক্ষে কেউ বা তার পরিবর্তে কেউ প্রমাণাদি বা তথ্য পুলিশ বা অন্যান্য তদন্তকারীর মাধ্যমে অভিযোগ গঠনের পূর্বে প্রসিকিউটর-এর নিকট দাখিল করে প্রসিকিউটরকে তার সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারেন।

3.4 প্রসিকিউটরগণ শুধুমাত্র তখনই একটি বিচার প্রক্রিয়া শুরু করবেন বা চালিয়ে যাবেন যখন মামলাটি সম্পূর্ণ কোড টেস্ট (অনুচ্ছেদ 4 দেখুন) -এর দু'টি ধাপই সফল ভাবে অতিক্রম করবে। এর ব্যতিক্রম, যখন আদালতের নিকট সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে অভিযোগ গঠনের পর হাজতে রাখার প্রস্তাব করা হয়, এবং সম্পূর্ণ কোড টেস্ট প্রয়োগের জন্য যে উপযুক্ত প্রমাণাদি প্রয়োজন তা তখন পর্যন্ত থাকে না, তখন সূচন পরীক্ষা (Threshold Test) (অনুচ্ছেদ 5 দেখুন) অনুসরণ করা যেতে পারে।

3.5 প্রসিকিউটরগণ এমন মামলা শুরু করবেন না বা চালিয়ে যাবেন না যা আদালত কর্তৃক অন্যায় বা অনৈতিক এবং আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার বলে বিবেচিত হতে পারে।

3.6 প্রসিকিউটরগণ পুলিশ অথবা অন্যান্য তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছ থেকে পাওয়া প্রতিটি মামলা পুনঃনিরীক্ষণ করবেন। পুনঃনিরীক্ষণ একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং প্রসিকিউটরগণ অবশ্যই যেকোন অবস্থার পরিবর্তন যা মামলাটি গঠনের সময় ঘটেছে, বিবাদীপক্ষ থেকে কোন কিছু জানাও আমলে নেবেন। কোন অভিযোগ পরিবর্তনের বা মামলাটি থামাবার কথা চিন্তা করলে তারা যখনই সম্ভব তদন্তকারীদের সাথে কথা বলবেন। প্রসিকিউটরগণ এবং তদন্তকারী ঘনিষ্ঠভাবে একসাথে কাজ করেন, কিন্তু একটি মামলা সামনে এগিয়ে যাবে কি না সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দায়ভার সিপিএস-এর উপর বর্তায়।

3.7 সংসদ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে শুধুমাত্র একটি সীমিত সংখ্যক অপরাধ ডিপিপি -এর সম্মতি মোতাবেক আদালতে নেওয়া হবে। তাদেরকে বলে সম্মত মামলাসমূহ। এমন সব মামলাতে, ডিপিপি বা

প্রসিকিউটরগণ নিজে বা তার প্রতিনিধির মামলার অনুমতি দেওয়া হবে কি না তা নির্ধারণের জন্য কোড প্রয়োগ করবেন। কিছু অপরাধ আছে যেগুলো কেবলমাত্র অ্যাটর্নি জেনারেলের সম্মতিতে আদালতে তোলা উচিত হবে। প্রসিকিউটরগণ অবশ্যই অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে কোন মামলা অর্পণ করার ক্ষেত্রে বর্তমান নির্দেশাবলী মেনে চলবেন। অধিকন্তু, অ্যাটর্নি জেনারেলকে তার সিপিএস -এর উপর নজরদারির এবং সংসদের প্রতি তাঁর কাজের দায়বদ্ধতার কারণে কিছু মামলার ব্যাপারে তথ্য জানানো হবে।

সম্পূর্ণ কোড পরীক্ষা (The Full Code Test)

4.1 সম্পূর্ণ কোড পরীক্ষার দু'টি পর্যায় আছে: (i) প্রমাণ পর্যায়; এর পর আছে (ii) জনস্বার্থ পর্যায়।

4.2 বেশিরভাগ মামলায়, প্রসিকিউটরদের তদন্ত সম্পন্ন হবার এবং গ্রহণযোগ্য প্রমাণাদি পুনঃনিরীক্ষণের পরই শুধু নির্ধারণ করা উচিত যে মামলাটি অব্যাহত থাকবে কি না। অবশ্য এমন মামলা থাকবে যেখানে উপযুক্ত প্রমাণাদি সংগ্রহ এবং বিবেচনা করার পূর্বেই এটা স্পষ্ট হবে যে জনস্বার্থে মামলার দরকার নেই। এই সব ক্ষেত্রে, প্রসিকিউটরগণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে মামলাটি আর এগুবে না।

4.3 প্রসিকিউটরদের এরূপ সিদ্ধান্ত শুধু তখনই নেওয়া উচিত হবে যখন তাঁরা নিশ্চিত হবেন যে, অপরাধের বিস্তৃত ব্যাপ্তি নির্ধারিত হয়েছে এবং তাঁরা জনস্বার্থে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল মূল্যায়ন করতে সক্ষম। যদি প্রসিকিউটরদের কাছে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার মত পর্যাপ্ত তথ্য না থাকে, তাহলে তদন্ত চলবে এবং পরবর্তীতে একটি সিদ্ধান্ত এই অংশে বর্ণিত সম্পূর্ণ কোড টেস্ট অনুযায়ী নেয়া হবে।

প্রমাণ পর্যায় (The Evidential Stage)

4.4 প্রসিকিউটরদের অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে যে, প্রত্যেক অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রমাণাদি রয়েছে যা তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করার বাস্তব সম্ভাবনা দিচ্ছে। তাদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে বিবাদীর মামলা কী হতে পারে, এবং কিভাবে এটা দোষের সম্ভাবনা প্রভাবিত করতে পারে। সেটা যতই গুরুতর বা স্পর্শকাতরই হোক না কেন, কোন মামলা যেটা সাক্ষ্য প্রমাণের ধাপ সফলভাবে পার হতে পারবে না সেটাকে কোনভাবেই এগুতে দেওয়া যাবে না।

4.5 প্রাপ্তি হলো যা প্রসিকিউটর-এর বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণাদি নিরীক্ষণ –এর ভিত্তিতে বাস্তবসম্মত ভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে, যার মধ্যে আছে যে কোন আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রভাব এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তি কর্তৃক উপস্থাপিত অন্য যে কোন তথ্য বা যে কোন কিছু যার উপর সে ভরসা করতে পারে। এর মানে হলো একটি বাস্তবসম্মত, পক্ষপাতহীন এবং যুক্তিসম্পন্ন জুরি বা ম্যাজিস্ট্রেটের বেঞ্চ বা একজন বিচারক যিনি একাকী শুনানি গ্রহণ করছেন সঠিক ভাবে নির্দেশিত আছেন ও আইন মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার অপরাধ অনুসারে দণ্ড না দেবার চাইতে দেবার সম্ভাবনাই বেশী। ফৌজদারি আদালত নিজেরা যা অবশ্যই প্রয়োগ করে তা হতে এটা একটি ভিন্ন পরীক্ষা। আদালত তখনই দণ্ড দিতে পারেন যখন এটি নিশ্চিত হয় যে বিবাদী দোষী।

4.6 যখন মামলা করার মত পর্যাপ্ত প্রমাণাদি আছে কি না তা নির্ধারণ করা হবে, তখন প্রসিকিউটরদের নিজেদেরকে নিচের প্রশ্নগুলো করা উচিত:

প্রমাণগুলো কী আদালতে ব্যবহার করা যাবে?

প্রসিকিউটরদের কোন প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে কোন প্রশ্ন আছে কি না তা বিচার করা উচিত। এটি করতে প্রসিকিউটরদের মূল্যায়ন করা উচিত:

ক)	ঐ প্রমাণ আদালত কর্তৃক অগ্রহণযোগ্য হিসাবে নির্ধারণ করার সম্ভাবনা; এবং

খ)	একটি সম্পূর্ণ প্রমাণ হিসেবে ঐ প্রমানের গুরুত্ব কতটুকু।

প্রমাণটি কি নির্ভরযোগ্য?

প্রসিকিউটরদের বিবেচনা করা উচিত যে প্রমাণের সঠিকতা বা সততা সহ নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোন প্রশ্নের কারণ আছে কি না।

প্রমাণটি কি বিশ্বাসযোগ্য?

প্রসিকিউটরদের বিবেচনা করা উচিত প্রমাণাদির বিশ্বাসযোগ্যতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ আছে কি না।

জনস্বার্থ পর্যায় (The Public Interest Stage)

4.7	প্রত্যেক ক্ষেত্রে যেখানে একটি মামলা বিচার করার জন্য যথেষ্ট প্রমাণাদি থাকবে, প্রসিকিউটরগণ অবশ্যই বিচার করবেন জনস্বার্থে মামলা করা দরকার কি না।

4.8	এমন নিয়ম কখনই ছিলনা যে একটি মামলা সাক্ষ্য প্রমাণ ধাপ পার হলেই স্বয়ংক্রিয় ভাবে চালু হয়ে যাবে। সাধারণত একটি মামলা করা হয় যদি না প্রসিকিউটর সম্মত হন যে, মামলার বিপক্ষে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্টতা, এর পক্ষের থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন মামলাতে প্রসিকিউটর সম্মত হতে পারেন যে, জনস্বার্থ যথাযথ ভাবে রক্ষার জন্য অপরাধীকে ব্যাপারটি নিয়ে বিচার প্রক্রিয়ায় না এনে আদালতের বাইরে নিষ্পত্তির সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

4.9	জনস্বার্থের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রসিকিউটরগণ নিচের 4.12 ক) থেকে ছ) প্যারাগ্রাফে বর্ণিত প্রত্যেক প্রশ্ন আমলে নেবেন যাতে মামলাটি সংশ্লিষ্ট জনস্বার্থের পক্ষে না বিপক্ষে তা খুঁজে বের

করা এবং নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। এসব উপাদান, জনস্বার্থের সঙ্গে যা প্রাসঙ্গিক নির্দেশনাবলি বা ডিপিপি কর্তৃক জারি করা কোন কর্মপন্থা দ্বারা নিরসন করা হয়েছে, তা প্রসিকিউটরদের জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সামগ্রিক মূল্যায়ন নির্ধারণে সম্মত করবে।

4.10 নিচের 4.12 ক) থেকে ছ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যাখ্যা দ্বারা প্রসিকিউটরদের প্রতি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে কী ভাবে প্রত্যেকটি প্রশ্ন করা হবে এবং নির্ধারণ করা হবে মামলাটি জনস্বার্থের পক্ষে না বিপক্ষে যাবে। চিহ্নিত প্রতিটি প্রশ্ন পুঙ্খানুপুঙ্খ না হতে পারে, এবং সব প্রশ্ন সব মামলায় প্রযোজ্য নাও হতে পারে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের এবং প্রত্যেকটি খুঁজে পাওয়া উপাদানের গুরুত্ব প্রতিটি মামলার ঘটনা এবং দোষগুণ অনুসারে বিভিন্ন হবে।

4.11 এটা খুবই সম্ভব যে, একটি জনস্বার্থ বিষয়ক উপাদানই অন্য অনেক উপাদানসমূহ যা বিপরীত খাতে প্রবাহিত করে তাদের গুরুত্বহীন করে দিতে পারে। যদিও, কোন বিশেষ মামলার জনস্বার্থ বিষয়ক প্রভাবকসমূহ বিচার কার্য -এর বিরুদ্ধে যায়, প্রসিকিউটরগণ স্থির করবেন এরপরও মামলাটি এগিয়ে যাবে কি না এবং সেসব উপাদান রায় দেবার সময় আদালতের সামনে উপস্থাপন করা হবে কিনা।

4.12 প্রসিকিউটরদের নিচের প্রশ্নগুলোর প্রত্যেকটি বিবেচনা করা উচিত:

ক) সংঘটিত অপরাধটি কতটুকু গুরুতর ছিলো?

অপরাধ যত গুরুতর হবে, এটা স্বাভাবিক যে বিচার কার্যের প্রয়োজন ততই বেশি হবে।

যখন প্রসিকিউটরগণ, কৃত অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করবেন, তাঁদের সন্দেহভাজন ব্যক্তির শাস্তিযোগ্যতার উপাদান সমূহ এবং উপদ্রুত ব্যক্তির ক্ষতির মাত্রা তাদের খ) এবং গ) -এর মাধ্যমে প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া উচিত।

খ) সন্দেহভাজন ব্যক্তির শাস্তিযোগ্যতার মাত্রা কী?

সন্দেহভাজন ব্যক্তির শাস্তিযোগ্যতার মাত্রা যত বেশি হবে, মামলার প্রয়োজনের সম্ভাবনা ততই বেড়ে যাবে।

শাস্তিযোগ্যতা নির্ধারিত হবে সন্দেহভাজন ব্যক্তির অপরাধে সংশ্লিষ্টতার মাত্রা, অপরাধটির চিন্তা বা পরিকল্পনার ব্যাপ্তি; তারা পূর্বে কোন অপরাধে অপরাধী ছিলেন কি না এবং/অথবা আদালতের বাইরে কোন মীমাংসা করেছেন কি না এবং জামিনে থাকাকালীন কোন অপরাধ করেছেন কি না; আদালতের নির্দেশাজ্ঞা আছে কি না; অপরাধটি অব্যাহত থাকার বা পুনরাবৃত্তির বা বৃদ্ধির সম্ভাবনা; এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তির বয়স বা মানসিক পরিপক্কতা –এর ভিত্তিতে (নিচের অনুচ্ছেদ ঘ) দেখুন যদি সন্দেহভাজন ব্যক্তি 18 বছরের চেয়ে কম বয়সের হয়)।

প্রসিকিউটরদের কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তির শাস্তিযোগ্যতা নির্ধারণের আগে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন যে অপরাধ ঘটার সময় সন্দেহভাজন ব্যক্তি কোন বড় ধরণের শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন কি না যেহেতু এমন কিছু ক্ষেত্রে এটা দ্বারা বিচার কার্যের সম্ভাবনা কমে যায়। এছাড়াও, প্রসিকিউটরদের অপরাধের ভয়াবহতা কেমন ছিল, এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা এবং জনগণ বা যারা এরূপ লোকজনের তত্ত্বাবধান করেন তাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করা দরকার।

গ) উপদ্রুত ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থা কী এবং তিনি কী ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন?

উপদ্রুত ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। উপদ্রুত ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা যত বাড়ে, মামলার প্রয়োজনীয়তা ততই বৃদ্ধি পায়। এতে সন্দেহভাজন এবং উপদ্রুত ব্যক্তির মাঝে বিশ্বাসগত অবস্থান বা কর্তৃত্ব অন্তর্ভুক্ত থাকে।

মামলার সম্ভাবনা আরও বেশি হয় যদি অপরাধটি এমন একজনের বিরুদ্ধে করা হয় যিনি সে সময় জনগণের সেবার জন্য কাজ করতেন।

প্রসিকিউটরগণ অবশ্যই বিবেচনা করবেন অপরাধটি উপদ্রুত ব্যক্তির নৃতাত্ত্বিক বা জাতিগত উৎস, লিঙ্গ, বিকলাঙ্গতা, বয়স, ধর্ম বা বিশ্বাস, লিঙ্গগত অবস্থা অথবা লিঙ্গগত পরিচয় সংক্রান্ত বৈষম্য হতে প্রণোদিত কি না; অথবা সন্দেহভাজন ব্যক্তি ঐসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কোনরূপ বৈরিভাব উপদ্রুত ব্যক্তি বরাবর প্রদর্শন করেছেন কি না। এরূপ কোন প্রণোদনা বা বৈরিতার উপস্থিতি এটাই প্রমাণ করবে যে, স্বভাবতই মামলা প্রয়োজন।

জনস্বার্থ রক্ষার্থে কোন মামলার ব্যাপারে সিদ্ধান্তের সময়, প্রসিকিউটরদের অবশ্যই উপদ্রুত ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত অপরাধটির প্রভাব আমলে নেওয়া উচিত। উপযুক্ত ক্ষেত্রে, এটি উপদ্রুত ব্যক্তির পরিবারের মতামতও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

প্রসিকিউটরদের এটাও বিবেচনা করতে হবে যে, মামলাটি উপদ্রুত ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের উপর কোন খারাপ প্রভাব ফেলবে কি না, সর্বদা অপরাধটির গুরুত্ব মনে রাখতে হবে। যদি এমন প্রমাণ থাকে যে, মামলার কারণে উপদ্রুত ব্যক্তির স্বাস্থ্যের উপর খারাপ প্রভাব পড়তে পারে, সেক্ষেত্রে উপদ্রুত ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ বিচার করে মামলাটি না করা হতে পারে।

যেহেতু, সিপিএস উপদ্রুত ব্যক্তি বা তার পরিবারের জন্য এমন ভাবে কাজ করে না যেমনটা আইনজীবীরা তাদের মক্কেলের জন্য করে থাকে, প্রসিকিউটরদের জনস্বার্থের ব্যাপারে একটি সামগ্রিক ধারণা অবশ্যই পোষণ করা উচিত।

ঘ)	অপরাধের সময়, সন্দেহভাজন ব্যক্তির বয়স কি 18 বছরের নিচে ছিলো?

ফৌজদারি বিচার পদ্ধতি শিশু এবং অল্পবয়সীদের প্রতি প্রাপ্তবয়স্কদের মত একইভাবে আচরণ করে না এবং সন্দেহভাজনদের বয়সের সাথে সুনির্দিষ্টভাবে তাদের গুরুত্ব সংযুক্ত করতে হয় যদি তারা শিশু অথবা 18 বছরের কম বয়সী ব্যক্তি হয়। শিশু অথবা অল্পবয়সী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ ও কল্যাণকে অবশ্যই সর্বোচ্চ বিবেচনা করতে হবে, এর মধ্যে আছে, বিচার প্রক্রিয়া তাদের ভবিষ্যতের উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলবে কি না যা অপরাধের ভয়াবহতার সমানুপাতিক হবেনা। প্রসিকিউটরদের অল্পবয়সীদের বিচার পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্যের প্রতি অবশ্যই মনোযোগ প্রদান করতে হবে; যেটি হচ্ছে, শিশু এবং অল্পবয়স্কদের দ্বারা অপরাধ সংগঠন প্রতিরোধ করা। এছাড়াও প্রসিকিউটরদের জাতিসংঘের শিশু অধিকার 1989 এর অধীনে কনভেনশন উদ্ভূত বাধ্যবাধকতা বিষয়ে বিবেচনা থাকতে হবে।

আদ্যস্থল হিসেবে, সন্দেহভাজন ব্যক্তির বয়স যত কম হবে, বিচারের প্রয়োজন তত কমবে।

তথাপি, সেখানে এমন কিছু পরিস্থিতি হতে পারে যে সন্দেহভাজনের বয়স 18-এর নিচে হওয়া সত্ত্বেও, জনস্বার্থে বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হবে। এর মধ্যে আছে যখন সংঘটিত অপরাধের মাত্রা ভয়াবহ হবে, যখন অপরাধীর অতীত রেকর্ড জানান দেবে যে বিচার ছাড়া আর কোন ভাল উপায় নেই, অথবা যখন স্বীকারোক্তির অনুপস্থিতির অর্থ হবে আদালতের বাইরে ব্যাপারটি নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থার অভাব যেটি হয়তো অপরাধী আচরণের সমাধান দিতে পারতো।

ঙ)　কমিউনিটিতে কী প্রভাব পড়বে?

কমিউনিটিতে অপরাধের যত বেশি প্রভাব পড়বে, বিচারের প্রয়োজনীয়তা তত বাড়বে। এই প্রশ্নটিকে বিবেচনা করলে, প্রসিকিউটরদের এটা মাথায় রাখতে হবে যে কী ভাবে কমিউনিটি একটি সামষ্টিক শব্দ এবং এটা অবস্থান দ্বারা সংজ্ঞায়িত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

চ)　বিচার কি একটি সমানুপাতিক প্রতিক্রিয়া?

প্রসিকিউটরদের এছাড়াও বিবেচনা করা উচিত হবে যে সম্ভাব্য ফলাফলের সমানুপাতে বিচার প্রক্রিয়া চলছে কিনা, আর এটি করতে নিচের ব্যাপারটি বিবেচনাধীন মামলার সাথে প্রাসঙ্গিক হতে পারে:

- সিপিএস ও বিস্তৃত ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার খরচ, বিশেষ করে যখন সম্ভাব্য জরিমানার চেয়ে এটি অতিরিক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে। (প্রসিকিউটরদের শুধুমাত্র এই একটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে জনস্বার্থের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে এই দৃষ্টি জনস্বার্থের চিহ্নিত উপাদানসমূহের উপরও দেয়া হয় যখন অনুচ্ছেদ 4.12 –এর ক) থেকে ছ) পর্যন্ত অন্যান্য প্রশ্ন বিবেচনা করা হয়, কিন্তু জনস্বার্থের সকল বিষয়ের নিরীক্ষার ক্ষেত্রে খরচ হলো প্রাসঙ্গিক উপাদান।)

- মামলাগুলো এমনভাবে বিচারকার্যে পরিচালিত হবে যেন সেগুলো মামলা ব্যবস্থাপনার কার্যকর মূলনীতির সাথে যথার্থ থাকে। যেমন, একাধিক সন্দেহভাজন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট মামলা হলে, বিচার প্রক্রিয়া প্রধান অংশগ্রহণকারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে যাতে অতিরিক্ত সময় গ্রহণকারী ও জটিল প্রক্রিয়াসমূহ এড়ানো যায়।

ছ) তথ্যের উৎসগুলোর কী সুরক্ষার দরকার আছে?

যেসব মামলায় জনস্বার্থের নিরাপত্তা প্রযোজ্য নয়, বিচার প্রক্রিয়া চালানোর সময় বিশেষ যত্ন নেয়া উচিত হবে যখন বিস্তারিত বর্ণনা জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার প্রয়োজন হলে তথ্যের উৎসগুলো, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষতি করতে পারে। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে এ ধরণের মামলা নিয়মিত পর্যালোচনার আওতায় রাখা হয়।

সূচন পরীক্ষা (The Threshold Test)

5.1 সূচন পরীক্ষা শুধুমাত্র তখনই প্রযোজ্য হবে যেখানে সন্দেহভাজন ব্যক্তির বড় ধরণের জামিনের ঝুঁকি রয়েছে এবং ঐ সময়ে সব প্রমাণ নেই যখন সে অভিযুক্ত না হলে হাজত থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।

সূচন পরীক্ষা কখন প্রযোজ্য হবে

5.2 প্রসিকিউটরগণ অবশ্যই দেখবেন যে নিচের অবস্থাগুলো অর্জিত হয়েছে কিনা:

ক) প্রামাণিক পর্যায়ের সম্পূর্ণ কোড টেস্টের জন্য যে প্রমাণ রয়েছে তা অপর্যাপ্ত; এবং

খ) এটা বিশ্বাস করার যুক্তিযুক্ত কারণ রয়েছে যে একটা গ্রহণযোগ্য সময়ের মধ্যে আরো কিছু প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে; এবং

গ) মামলার ভয়াবহতা এবং পরিস্থিতি একটা তাৎক্ষণিক অভিযোগ দায়েরের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন দিচ্ছে; এবং

ঘ) সেখানে অব্যাহতভাবে বাস্তবিক ক্ষেত্রেই জামিন আইন 1976 (Bail Act 1976) অনুযায়ী কাউকে জামিন দেওয়ার প্রয়োজন পড়ছে এবং মামলার সকল পরিস্থিতিতে এটি করা সঠিক।

5.3 যেখানে উপরের যে কোন শর্ত পূরণ হয় না, সেক্ষেত্রে সূচন পরীক্ষার প্রয়োগ করা যাবে না এবং সন্দেহভাজনকে অভিযুক্ত করা যাবে না। নিরাপত্তা হেফাজত অফিসারের এটা নির্ধারণ করা আবশ্যক যে ব্যক্তিটি আটক অবস্থাতেই থাকবে নাকি তাকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে, শর্তসহ বা শর্ত ছাড়াই।

5.4 প্রামাণিক বিবেচনায় সূচন পরীক্ষার দুইটি অংশ আছে।

সূচন পরীক্ষার প্রথম অংশ - সন্দেহটি যুক্তিসঙ্গত কি?

5.5 অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সংঘটনের পেছনে অন্তত একটি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ থাকতে হবে যা প্রসিকিউটরকে সন্তুষ্ট করতে পারে।

5.6 এটিকে নির্ধারণ করতে, প্রসিকিউটদের প্রাপ্ত প্রমাণগুলো বিবেচনা করতে হবে। এটি সাক্ষীর বিবৃতি, উপাদান বা অন্য কোন তথ্যরূপে হতে পারে, যাতে প্রসিকিউটর সন্তুষ্ট হয়:

ক) এটি প্রাসঙ্গিক; এবং

খ) এটি একটি গ্রহণযোগ্য বিন্যাসে আদালতে উপস্থাপনে সক্ষম; এবং

গ) এটি মামলায় ব্যবহৃত হবে।

5.7 প্রসিকিউটর এটিতে সন্তুষ্ট হলে সূচন পরীক্ষার দ্বিতীয় ধাপ বিবেচনা করবেন।

সূচন পরীক্ষার দ্বিতীয় ধাপ - দোষী সাব্যস্ত করার জন্য প্রকৃতপক্ষেই কি আরোও প্রমাণ সংগ্রহ করা যাবে?

5.8 প্রসিকিউটরকে অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে যে একটি গ্রহণযোগ্য সময়ের মধ্যে অব্যাহতভাবে তদন্ত চালানো হলে আরও প্রমাণ সংগ্রহের সম্ভাবনার পেছনে যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে, যাতে করে

সবগুলো প্রমাণ একসাথে করে সম্পূর্ণ কোড টেস্ট অনুযায়ী দোষীকে বাস্তবসম্মতভাবে দোষী সাব্যস্ত করতে সক্ষম হয়।

5.9 আরো প্রমাণগুলো অবশ্যই সনাক্তযোগ্য হতে হবে এবং নিছক জল্পনা-কল্পনা হওয়া চলবে না।

5.10 এই সিদ্ধান্তে পৌছাতে প্রসিকিউটরদেরকে বিবেচনা করতে হবে:

ক) কোন সম্ভাব্য প্রমাণের প্রকৃতি, ব্যাপ্তি এবং গ্রাহ্যতা এবং এই মামলায় তার প্রভাব;

খ) সকল প্রমাণ যেসব অভিযোগকে সমর্থন দেবে;

গ) যে সকল কারণে প্রমাণ ইতোমধ্যেই সহজলভ্য নয়;

ঘ) আরও প্রমাণ প্রাপ্তির জন্য যে সময় প্রয়োজন এবং সকল পরিস্থিতিতে কোনপ্রকার অনুবর্তী বিলম্ব যুক্তিযুক্ত কিনা।

5.11 যদি সূচন পরীক্ষার উভয় অংশই সন্তোষজনক হয়, তবে প্রসিকিউটরদের সেইসময় প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ কোড টেস্ট -এর জনস্বার্থ পর্যায় অবলম্বন করতে হবে।

সূচন পরীক্ষার পর্যালোচনা

5.12 সূচন পরীক্ষার অধীনে সৃষ্ট যেকোন অভিযোগের সিদ্ধান্তকে পর্যালোচনায় রাখতে হবে। প্রমাণসমূহ নিয়মিত নিরীক্ষা করতে হবে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে অভিযোগগুলো এখনও যথার্থ এবং জামিনের আপত্তি এখনও সঠিক। যত তাড়াতাড়ি বাস্তবসম্মত হয়, সম্পূর্ণ কোড পরীক্ষা অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে এবং যে কোনভাবে প্রযোজ্য হাজতবাস শেষ হবার আগেই।

অভিযোগসমূহের বাছাইকরণ

6.1 প্রসিকিউটরদের যেসব অভিযোগ নির্বাচন করা উচিত যেগুলো:

ক) প্রমাণের সাহায্যে দোষীর অপরাধের গুরুত্ব এবং সীমা অনুধাবন করে;

খ) আদালতকে দণ্ডাদেশ এবং পরবর্তী দণ্ডাজ্ঞা প্রদানের পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান করে; এবং

গ) মামলাটিকে একটি স্পষ্ট এবং সহজ উপায়ে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়।

6.2 এটার মানে হলো প্রসিকিউটরগণ যেখানে পছন্দ থাকতে পারে সেখানে সর্বদা সবচেয়ে মারাত্মক অভিযোগ বাছাই করতে বা চালিয়ে নাও যেতে পারেন।

6.3 প্রসিকিউটরদের কখনোই শুধুমাত্র বিবাদীকে কিছু অপরাধ স্বীকারে উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত অভিযোগ নিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। একইভাবে, বিবাদীকে একই অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ স্বীকার করানোর জন্য কখনোই একটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ প্রদান করে তা নিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়।

6.4 শুধুমাত্র আদালতের সিদ্ধান্তের কারণে বা বিবাদীর মামলার শুনানি কোথায় হবে তার উপর ভিত্তি করে প্রসিকিউটরদের কোনপ্রকার অভিযোগ পরিবর্তন করা উচিত নয়।

6.5 প্রসিকিউটরদের অভিযোগ দায়েরের পর মামলা অগ্রসর হবার সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক অবস্থার যেকোন প্রকার প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন ধর্তব্যের মধ্যে রাখতে হবে।

আদালতের বাইরের ব্যবস্থাপনাসমূহ (Out-of-Court Disposals)

7.1 আদালতের বাইরের ব্যবস্থাপনাসমূহ আদালতের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়ার জায়গা নিতে পারে যদি অপরাধী এবং/অথবা অপরাধের ভয়াবহতা ও ফলাফলের প্রতি যথার্থ সাড়া পাওয়া যায়।

7.2 প্রসিকিউটরগণ অবশ্যই প্রাসঙ্গিক নীতিমালা অনুসরণ করবেন যখন একটি সহজ সতর্কতা, একটি শর্তাধীন সতর্কতা, যেকোন রকম যথার্থ নীতিমালার কার্যক্রম, শাস্তিমূলক বা দেওয়ানি জরিমানা বা অন্যান্য ব্যবস্থায় তাদের পরামর্শ প্রদান বা কর্তৃত্ব করতে বলা হয়। তাদের নিশ্চিত করা উচিত হবে যে নির্দিষ্ট আদালতের বাইরের ব্যবস্থাপনার যথার্থ প্রামাণিক মানদণ্ড অর্জিত হয়েছে যার মধ্যে আছে প্রয়োজনবোধে দোষের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি, এমন ব্যবস্থায় জনস্বার্থ যথার্থভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে।

বিচারের পদ্ধতি

8.1 রায় প্রদান ও ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে যেখানে বিবাদীদের বিচার করা হবে সেখানে বরাদ্দকরণ ও উপস্থাপনের সময় প্রসিকিউটরদের অবশ্যই বর্তমান নির্দেশাবলীর উপর আস্থা থাকতে হবে।

8.2 গতি কখনই ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মামলাটিকে রেখে দেবার একমাত্র কারণ হবেনা। কিন্তু মামলাটি ক্রাউন আদালতে গেলে, এবং সম্ভাব্য বিলম্বের প্রভাব উপদ্রুত বা সাক্ষীর উপর সম্ভাব্য প্রভাব প্রসিকিউটরদের বিবেচনা করা উচিত হবে।

অল্পবয়সীদের সাথে সংশ্লিষ্ট মামলাগুলোর বিচারের স্থান

8.3 প্রসিকিউটরদের মনে রাখতে হবে যে, অল্পবয়সীদের সম্ভব হলে অল্পবয়সী আদালতে বিচার করতে হবে। এই আদালতই তাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজন মেটাতে সবচেয়ে ভালোভাবে নকশাকৃত। সবচেয়ে মারাত্মক মামলাগুলোতে বা যেখানে একজন অল্পবয়সী একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির সাথে একসাথে বিচারের প্রয়োজন হয়, সেখানে একজন তরুণের জন্য শুনানি ক্রাউন কোর্ট (Crown Court) –এ সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।

দোষীর অনুনয় গ্রহণ (Accepting Guilty Pleas)

9.1 বিবাদীরা কখনও কখনও কিছু অভিযোগে নিজের দোষ স্বীকার করতে চাইতে পারেন, কিন্তু সবগুলোর নয় বিকল্পভাবে, তারা হয়তো একটি ভিন্ন, সম্ভবত কম মারাত্মক, অভিযোগের দোষ স্বীকার করতে পারে, কারণ তারা শুধুমাত্র অপরাধটির অংশবিশেষ স্বীকার করতে পারে।

9.2 প্রসিকিউটরগণ শুধুমাত্র তখনই বিবাদীর অনুনয় গ্রহণ করবেন যদি তারা মনে করেন যে আদালত এমন একটি রায় দিতে পারবেন যা অপরাধের ভয়াবহতার সাথে মেলে, বিশেষ করে যখন অবনতিকর বৈশিষ্ট্য থাকে। সুবিধাজনক বলে প্রসিকিউটরগণ কখনই একজন দোষীর অনুনয় গ্রহণ করবেন না।

9.3 প্রস্তাবিত অনুনয় গ্রহণযোগ্য হবে কিনা সেটির বিবেচনায়, প্রসিকিউটরগণদের এটি নিশ্চিত করা উচিত হবে যে স্বার্থ, সম্ভব হলে উপদ্রুত ব্যক্তির বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপদ্রুত ব্যক্তির পরিবারের মতামত যেন বিবেচনায় নেয়া হয়, অনুনয় গ্রহণে জনস্বার্থের কথা বিবেচনার ক্ষেত্রে। তথাপি, সিদ্ধান্ত নেবার ভার প্রসিকিউটর-এর উপরেই থাকে।

9.4 কিসের ভিত্তিতে কোন অনুনয় প্রদান অগ্রসর হয়েছে ও গ্রহণ করা হয়েছে, সেটা আদালতের কাছে অবশ্যই পরিষ্কার থাকতে হবে। যেসব মামলায় বিবাদী অভিযোগের ব্যাপারে দোষ স্বীকার করেন, কিন্তু যা বিচারাধীন মামলার ঘটনাবলি থেকে ভিন্ন ও যেখানে এটি বেশ ভালোভাবে রায়কে প্রভাবিত করতে পারে, সেখানে আদালতকে কী ঘটেছিলো সেই প্রমাণ শ্রবণে আমন্ত্রণ জানানো উচিত হবে এবং এরপর এটির ভিত্তিতে রায় দেয়া যেতে পারে।

9.5 যেখানে একজন বিবাদী পূর্বে উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি একটি অপরাধের বিষয়ে রায় ঘোষণার সময় বিবেচনার জন্য আদালতকে অনুরোধ করবেন, কিন্তু আদালতে সে অপরাধ স্বীকার করতে

অস্বীকৃতি জানান, সেখানে প্রসিকিউটরগণ সেই অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া চলবে কিনা বিবেচনা করবেন। প্রসিকিউটরগণ বিবাদীপক্ষের অ্যাডভোকেট ও আদালতের কাছে ব্যাখ্যা করবেন যে সেই অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া চালানোর জন্য সম্ভব হলেই পুলিশ ও অন্যান্য তদন্তকারীদের সাথে পরামর্শক্রমে আরো পর্যালোচনা হতে পারে।

9.6 সেসব অনুনয় বিবেচনা করবার সময় বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে যেখানে এটি বিবাদীকে বাধ্যতামূলক সর্বনিম্ন সাজার প্রয়োগ এড়ানোর সুযোগ দেয়। যখন অনুনয় দেয়া হয়, প্রসিকিউটরগণ এটাও মনে রাখবেন যে আনুষঙ্গিক আদেশসমূহ কিছু অপরাধের ব্যাপারে করা যেতে পারে, কিন্তু অন্যগুলোর ব্যাপারে নয়।

প্রসিকিউশন ডিসিশন-এর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা

10.1 সিপিএস দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর জনসাধারণের নির্ভর করা উচিত। সাধারণত, যদি সিপিএস সন্দেহভাজন বা বিবাদীকে বলে যে কোন বিচার প্রক্রিয়া হবেনা বা বিচার প্রক্রিয়া থামানো হয়েছে, তাহলে মামলাটি আর চালু হবেনা। কিন্তু মাঝে মাঝে, বিচার প্রক্রিয়া কেন হবেনা বা আদালতের বাইরের মামলার নিষ্পত্তি বা কখন বিচার প্রক্রিয়া চালু হবে, বিশেষ করে মামলাটি গুরুতর হলে সিপিএস কেন তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলো, তার কারণ থাকবে।

10.2 এই কারণগুলোর মধ্যে আছে:

ক) যেসব মামলায় আসল সিদ্ধান্তের একটি নতুন রূপ দেখায় যে এটি ভুল ছিলো, ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার উপর আত্মবিশ্বাস সংরক্ষণে, পুরনো সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও একটি বিচার প্রক্রিয়া আনা যেতে;

খ) যেসব মামলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো যাতে আরো প্রমাণ যা মোটামুটি নিকট ভবিষ্যতে পাওয়া যেতে পারে তা সংগ্রহ ও তৈরি করা যেতে পারে। এই সব মামলাতে, প্রসিকিউটরগণ বিবাদীদের বলবেন যে বিচার প্রক্রিয়া আবার শুরু হতে পারে;

গ) যেসব মামলা প্রমাণ স্বল্পতার কারণে থেমে গিয়েছিলো, কিন্তু পরবর্তীতে আরো গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ উদ্ঘাটিত হয়; এবং

ঘ) মৃত্যু সম্পর্কিত মামলাগুলোতে যেখানে তদন্ত থেকে প্রাপ্ত বিষয়গুলোর একটি পর্যালোচনা ঠিক করে যে একটি বিচার প্রক্রিয়া আনা যেতে পারে, পূর্বেকার বিচার প্রক্রিয়ায় না যাওয়ার সিদ্ধান্ত থাকলেও।

এই ডকুমেন্টটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে বৈদ্যুতিনভাবে পাওয়া যায়: www.cps.gov.uk

কোড ফর ক্রাউন প্রসিকিউটর্স-এর আরো কপি এবং বিকল্প ভাষা এবং বিন্যাস সম্পর্কে তথ্য সিপিএস-এ পাওয়া যায়।

ইমেইল publicity.branch@cps.gsi.gov.uk-এর মাধ্যমে বা ডাকযোগে যোগাযোগ করুন:

CPS Communication Division
Rose Court
2 Southwark Bridge
London, SE1 9HS

The Code for Crown Prosecutors
7th Edition, January 2013
© Crown Copyright